সবচেয়ে বড় পরিচয় ও বড় খ্যাতি এই যে তিনি ছিলেন বাঙালী, অন্তরে বাহিরে। এখন বাঙালী বঙ্কিমকে কতকটা বুঝতে পেরেছে, তাই তাঁর নামগানে গগন মুখরিত হয়ে উঠেছে। বাঙালী যতই বাঙালী হিসাবে এগিয়ে চলবে, বাঙলা ভাষা যতই সমৃদ্ধি-শালী হবে, ততই বঙ্কিম বাঙালী হৃদয়ে গভীরতম স্থান দখল করে বসবেন; কারণ তিনি ছিলেন—"দুরারাধ্য-শুদ্ধ-সাধক।" বাঙালী তথা ভারতবাসীকে তিনি স্বদেশপ্রেমের বীজমন্ত্র দিয়ে গেছেন "Sprinkling our noon of time with freshest morning dew"

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী—কলা বিভাগ।

যে জন আসিয়াছিল,—শতবর্ষ আগে
হ'য়েছিল জন্ম যার এ মাটির দেশে,
মৃণ্ময়ী মায়ের মনে মূর্ত্তি তার জাগে,
তাহার কণ্ঠের স্বর আজও আসে ভেসে।
বাহিরে পড়িয়া আছে প্রকৃতি নির্জ্জীব
মধ্যে তার মহাশক্তি করিতেছে খেলা,—
অন্তরে সংগুপ্ত সত্য, সুন্দর ও শিব,
বাহিরে অলীক জড় জগতের মেলা।
সেই গুপ্ত মহাশক্তি বাহিরে আনিয়া
প্রাণময় করিল যে মাটির দেবীরে,
আজি শতবর্ষ পরে তাহার লাগিয়া
কাতর জননী-প্রাণ,—হারায়ে সেবীরে।
শতাব্দীর পার হ'তে ডাক আসে তার,—
"চিনে নে রে মাকে তোর চিনে নে আবার।"